একদিন জোছ্নায়

বিভাস রায়চৌধুরী

শোনো ভীষণ সে' রাত্রিতে
জলে ভেলা ভাসাই আমি
দেখি জলের সাথে চাঁদের
আহা! কী দারুণ পাগলামি

আমার ভালোই নেশা হয়
আমি দেহের উর্ধে ঘুরি
কখন আমি নিজেই ভেলা
ভাসছি তোর বুকে মুখপুড়ি

লিখি চিঠির মতো এ'সব
আগুন তোর ওই বসত - বাড়ি
কবি শব্দ খোঁজে - ফেরে
সংজ্ঞা হারাচ্ছে সওয়ারি

তখন নির্ঘুম একভাষা
জলের শরীর জুড়ে চলে
তাকে জানছি আমি দ্যাখো
গোপন পুঁথি খোলার ছলে...

ঠাঁইনাড়া

অনন্য ভট্টাচার্য

হঠাৎ নিজের মাটি পর হয়ে গেলে
শেকড়বিহীন এক এলোমেলো গাছ
উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শুধু একা একা খোঁজে
একফালি চেনা মাটি বাঁচার তাগিদে

কখনো রঙীন টবে এলাহি জীবন
কখনো নেহাৎই কোন ফেলে দেওযা ভাঁড়ে
একমুঠো মাটি পেয়ে ঠাঁইনাড়া গাছ
অনিচ্ছাসত্ত্বেও তবু ঠিক বেঁচে যায়!

হয়ত নতুন মাটি তুয়া মেটায়
অবশ শেকড়ে তাই, আবার জীবন!
পাগলের মত সেই চেনা মাটি খোঁজা
নেহাৎই বোকামি ভেবে স্থগিত এখন।

এলোমেলো, হিজিবিজি ঠাঁইনাড়া গাছ
আকাশের দিকে তার ডালপালা মেলে
সবুজের সোচ্চারে জীবনকে বলে—
'এভাবে বাঁচাকে জেনো টিকে যাওয়া বলে'।

চণ্ডী

অরিন্দম দত্ত

চোখ দুটি তার অন্ধকারের মতো
গ্রামের লোকে চন্ডী বলে ডাকে
ঝড়ের মতো অবিন্যস্ত চুলে
গভীর রাতে দাঁড়ায় আমার বুকে

মাথার উপর মহাকালের নৃত্য
পায়ের নিচে মূর্তি ভেঙে যায়
ভালোবাসার নেশায় তাড়িত প্রাণ
জলের তলে অগ্নির দেখা পায়

আমিও তাকে চন্ডী বলেই চিনি
বলি তাকে তুমুল সর্বনাশী
জ্যোৎস্নার বিষ একাকী মাথায় নিয়ে
পলাশের বনে বাজায় বাঁশের বাঁশি

পাড়ি

মোহাম্মদ রফিক

ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ভেসে যাচ্ছিল ঘর। যেন
জ্বলছে মাঘী পূর্ণিমায় চাঁদপুরের কাছাকাছি
পদ্মা - মেঘনার মোহনা।

জানালা - কপাট ছিল যথারীতি খিল আঁটা। স্পষ্ট
দেখলাম, একটি লোক ঝাঁকা মাথায় পার হচ্ছে
জানালার কাঁচ উত্তর থেকে দক্ষিণ। তড়িঘড়ি কপাট
খুলে দেখি, বাইরে শুনশান, কেউ নেই, ঘোর অন্ধকার।

ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে, চেয়ারে গা এলিয়ে দিতেই
টের পেলাম, লোকটি ঠিক এই মুহূর্তে হাট থেকে
বাড়িমুখো পাড়ি ধরেছে দীর্ঘ তেপান্তরের পথ। যেন
একটু - একটু করে কেটে যাচ্ছে ঘোর... সাত - সাতটি পাল্লা
একে-একে খুলে দিচ্ছে হাওয়া...সপ্তডিঙা দাঁড় বাইছে ঘুমের
পাহাড় থেকে ডাইনীর প্রাসাদ...।

সেখানে এখন পূর্ণিমা না অন্ধকার!

পদাবলীগুচ্ছ

ময়ূখ চৌধুরী

১. জলের ভেতর থেকে উঠে এলে তুমি নীলোৎপল;
এলোমেলো ঢেউ তুলে দিলে এ বিকেলে
দুধেল লাবণ্যমাখা নাম থেকে ঝরেছিল জল,
জলাশয় থেকে গ্রীবা তুলে
তাকিয়েছ কেমন তৃষ্ণায়!
উপলখণ্ডের পরে দাঁড়িয়েছে বিকেলের রোদ—
একজন কবি,
বুঝতে পেরেছে সে তোমার চোখের ভাষা আর সবই!

২. রাত্রিকে রেখেছ বেঁধে কালো চুলে,
তাই পথ ভুলে
সবুজ আগুনে পোড়া অবুঝ জোনাকি উড়ে আসে!
আবার নতুন এক ভুল!
দিনের আলোতে যেন নিয়ন্ত্রিত অন্ধকার চুল।

আর এক লাইন

সুমিতেশ সরকার

যেন আর এক লাইন লিখতে পারলেই
রাত্রি ফুরিয়ে যাবে

যেন আর এক লাইন লিখতে পারলেই
কোনো আক্ষেপ থাকবে না জীবনে

যেন আর এক লাইন লিখতে পারলেই
অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে
নতুন নতুন রূপকথারা...

বিচ্ছেদ

রজতশুভ্র মজুমদার

ওই গাছ থেকে বিষ ফল পেড়ে তুমি
প্রতিদিন খাও। তোমার সঙ্গে আড়ি।
চললাম আমি দেশছাড়া হয়ে আজ
তুমি জানো না তো আমি কী করতে পারি।

তুমি যদি ডাকো ''ফিরে আয় সোনা, তোকে
ছাড়া একা লাগে। আমি আকণ্ঠ নারী'';
তবুও বলবো আর হয় নাকো ফেরা—
তুমি একা হলে, আমি অরণ্যচারী।

ক্ষীয়মান চাঁদ আকাশের দেহে লীন
এই ভালো হল ভুলে যেও একদিন।